ট্রেন বাঁকের মাথায় কাৎ হইয়া পড়িল। চাকার চাপে আর গতির ঘর্ষণে লাইন দুইটা বিকটভাবে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। বনমালী চিৎকার করিয়া বলিল, "গাড়ী থামাও—লাইন কাটা আছে—পড়ে যাবে....."

আর কয়েক সেকেণ্ড!. ইঞ্জিন বোধ হয় রক্ত আলো দেখিয়াছে, অনেকটা যেন থামিয়া আসিতেছে। কিন্তু বনমালী তবুও সরিতেছে না কেন? ইঞ্জিন প্রাণপণ শক্তিতে চীৎকার করিতে করিতে ছুটিয়া আসিতেছে, বুঝি বনমালীকে সরিয়া যাইবার জন্য। আর যে সময় নাই।

কিন্তু তবু সে সরিতেছে না! গাড়ী যে তাহার উপর আসিয়া পড়িল? জীবনের মায়া কি তাহার নাই? গেল গেল .....

ইঞ্জিনটার বুক কাটিয়া একটা বিকট আর্ত্তনাদ বাহির হইয়া আসিল,—ইঞ্জিনের প্রাণপণে শেষবার চীৎকার করিয়া উঠিল, "সরে' যাও .."

বনমালীও শেষবার তাহার বুকভরা সাহসে ভর করিয়া বলিল, "থামাও !"

* * * *

ইঞ্জিনার তাড়াতাড়ি নামিয়া আসিল। ইঞ্জিনের নীচ হইতে বনমালীকে টানিয়া বাহির করিয়া দেখিল, ভাঙ্গা লণ্ঠনটা শক্ত করিয়া ধরিয়া লোকটা তখনও হাসিতেছে.....

মনে হ'চ্ছে, গল্পটির ভিতর Garshin-এর 'The Signal'-কে দেখা যাচ্ছে। তাই যদি হয়, ঋণ স্বীকার করাই সঙ্গত ছিল।

—শ, চ

সাহিত্য-সমিতির কার্য্য বিবরণ

সহঃ সম্পাদক—কালীপদ মুখার্জ্জি

সাহিত্য-সমিতির বিবরণ লেখবার আগে প্রথমে বলে রাখা ভাল যে, আমরা অত্যন্ত দেরীতে অফিস্ দখল করি, সেইজন্য আমাদের সময় ছিল অল্প, আর এই অল্প সময়ের মধ্যে আমরা যা করতে সক্ষম হয়েছি তা' প্রসংশা পাবার যোগ্য কিনা আপনারা বিচার করবেন।

যখন আমরা অফিসের দখল পাই, তখন তাহা যথেষ্ট বিশৃঙ্খল অবস্থায় ছিল, শৃঙ্খলা আনতে কিছুদিন সময় কেটে গেল। পুরাতন নিল বিদায়—নূতন পূর্ণ করল তাঁর স্থান। এমন কি পদ্ধতি পর্য্যন্ত নূতনের রূপ নিল।

এই কলেজের সাহিত্য-সমিতির একটা "বিশেষত্ব" যা অন্য কলেজে আছে কিনা সন্দেহ, সেটা হচ্ছে—সাহিত্য সমিতি থেকে ছাত্রদিগকে বই দেওয়া। অবসর সময়ে কলেজে পড়বার জন্য ছখানা দৈনিক সংবাদ পত্র তারা পেত; আর পেত মাসিক, ত্রৈমাসিক, পাক্ষিক, সাপ্তাহিক, বাংলা ও ইংরাজি ৩৬ খানা, যা ছাত্রদিগকে প্রকৃত শিক্ষা দিতে পারে, সভ্যতার নূতন আলোক এনে দিতে পারে আর পারে সংস্কৃতির সাথে পরিচয় করে দিতে।

বক্তৃতা—আমরা বক্তৃতার বন্দোবস্ত করেছিলাম, "বর্ত্তমান সাহিত্য" "ইয়োরোপের বর্ত্তমান পরিস্থিতি"—বক্তৃতা দেন অধ্যাপক হীরেন্দ্র নাথ মুখার্জ্জি, অধ্যাপক সুরেন্দ্র গোস্বামী প্রভৃতি।

শ্রোতার সংখ্যা নেহাৎ কম হয়নি।

বিতর্ক সভা—"বিতর্ক সভা" গঠিত হয়েছিল এবং বিষয় ছিল "বর্ত্তমান শিক্ষা পদ্ধতি নিন্দনীয়"। সভাপতিত্ব করেন শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক তারাচাঁদ নন্দী। এ বৎসর "Inter 'versity debate" প্রতিযোগিতায় চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীর শচীন্দ্রনাথ সেন ও দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র কালীপদ মুখার্জ্জি যোগদান করেছিল।

আমাদের প্রধান কাজ—"বঙ্কিম শত বার্ষিকী" উৎসবের অনুষ্ঠান করা। "শনিবারের চিঠি" সম্পাদক শ্রীসজনী কান্ত দাস মহাশয় সভাপতি ছিলেন। সভায় বহু খ্যাতনামা সাহিত্যিক যোগদান করেছিলেন।

প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা - এবার প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় আশানুরূপ সাড়া না পেয়ে অত্যন্ত দুঃখিত হলাম। Repo t লেখবার পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত ... ...স্থির করতে না পারায় দুঃখিত, তবে ছুটির পূর্ব্বে ফলাফল জানাতে পারব আশা রাখি।

শ্রীসুনীল ব্যানার্জ্জি, আমার বন্ধু ও অন্তরঙ্গ ...কারী সম্পাদক আমাকে যেরূপ সাহায্য করেছেন, সেজন্য আমি কৃতজ্ঞ। এঁর সাহায্য না পেলে আমি কোন কাজ করতে পারতুম কিনা সন্দেহ। সেজন্য আমি তাকে ধন্যবাদ জানাই।

সমিতির সম্পাদক শ্রীরামচন্দ্র পাল আজ বহুদিন হতে গর হাজির, অবশ্য কোন কারণ আছে। তাহ'লে তিনি মাঝে মাঝে আমায় কর্ত্তব্যের নির্দ্দেশ দিতেন।

কাজ করবার দুর্ব্বার বাসনা মনের মধ্যে পোষণ করেছিলাম কিন্তু হায়, ঝরা শিউলি ফুলের মত শিথিল আঙ্গুলের ফাঁক দিয়ে অবসর যে কখন বিদায় নিয়েছে, তার টেরও পাই নি আমি।

অবসরের অভাবে বাসনা আমার পরিপূর্ণতা লাভ করল না, তাই আজ ক্ষুব্ধ চিত্তে আপনাদের নিকট হ'তে বিদায় নিচ্ছি।